দৈনিক সংবাদ

তারিখ [illegible] JAN-1996
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ২৯শে জানুয়ারি

।। হাফিজুর রহমান কার্জন ।।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য আগামী ২৯শে জানুয়ারি সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে।

উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর ২১(২) ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন। স্বাধীনতার পর দ্বিতীয়বারের মত সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নানের সময় একবার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিবছর একবার সিনেটের অধিবেশন ডাকা হয়।

সিনেট ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৬

সিনেট ঃ অধিবেশন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গত মাসের শেষের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের ৩২ জন সদস্যের সই করা চিঠিতে সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য উপাচার্য এমাজ-উদ্দিন আহমেদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়। চিঠিতে যে সকল এজেন্ডার ভিত্তিতে বিশেষ অধিবেশন ডাকার অনুরোধ জানানো হয় সেগুলো হচ্ছে ঃ শিক্ষক ও অফিসার নিয়োগে অনিয়ম, এ পর্যন্ত সিনেটে গৃহীত সকল প্রস্তাব বাস্তবায়ন ইত্যাদি।

৩২ জন সিনেটর সৌজন্যের খাতিরে উপরোক্ত এজেন্ডার ভিত্তিতে সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকার অনুরোধ জানান। তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য ৯ই জানুয়ারি পর্যন্ত সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকেননি। এরপর, ৩২ জন সিনেটর ঢাকা ইউনিভার্সিটি অর্ডিন্যান্সেস ও রেগুলেশনস-এর ৪ ধারা অনুযায়ী উপাচার্যের কাছে 'রিকুইজিশন লেটার' দেবার উদ্যোগ নেন। কারণ ৪ ধারা অনুযায়ী যদি ৩০ জন সিনেটর সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকার জন্য 'রিকুই-জিশন লেটার' দেন তবে উপাচার্য বিশেষ অধিবেশন ডাকতে বাধ্য। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে; সিনেটরদের এ উদ্যোগের কথা উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমেদ জানার পর সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকেন। সিনেটররা ১০ই জানুয়ারি থেকে সিনেটের বিশেষ অধিবেশন ডাকার চিঠি পেতে আরম্ভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এ জে শিকদারের সই করা চিঠিতে উপাচার্য বিশেষ অধিবেশন ডেকেছেন বলে জানানো হয়। চিঠিতে বলা হয়, সংবিধির সংশোধন অনুসমর্থনের বিষয় বিবেচনা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য এ বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে।